

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১



অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুন ১৯, ২০২৪

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/২৭ মার্চ, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ০৩.১৪.২৬১২.৮৭৬.২২.০১৬.১৯.৩২৪।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে দক্ষ জনবলের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ এর ধারা ১৬ (১) কার্যকর করার অভিপ্রায়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনের নিমিত্ত এতদ্বারা “দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন গাইডলাইন-২০১৯ (সংশোধিত-২০২৪)” জারি করল।

২। জনস্বার্থে এই গাইডলাইন জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

নাসরীন আফরোজ

নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব)।

(১৯৭৯৩)

মূল্য: টাকা ১২.০০

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন গাইডলাইন, ২০১৯ (সংশোধিত-২০২৪)**ভূমিকা:**

দেশের অভ্যন্তরে দক্ষ জনবলের চাহিদাপূরণ এবং আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে দেশের কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০১১ এর আলোকে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবন, বিদ্যমান পদ্ধতি সংস্কার ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানকারীর সক্ষমতা ও প্রদত্ত প্রশিক্ষণের গুণগতমান বজায় রাখা অপরিহার্য। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে প্রয়োজন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত ভৌত অবকাঠামো, প্রয়োগ উপযোগী কারিকুলাম, প্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন যথাযথ দক্ষতা প্রশিক্ষণ উপকরণ, সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র, প্রশিক্ষিত ও সনদায়িত প্রশিক্ষক এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যকর ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা। এসব সুবিধাসমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সক্ষমতাভিত্তিক অভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে সহায়তা প্রদান ও প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের জাতীয় পর্যায়ে সনদায়নের লক্ষ্যে আগ্রহী প্রশিক্ষণ প্রদানকারীকে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে। এনএসডিএ কর্তৃক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন ট্রেড/ অকুপেশনে বাংলাদেশ জাতীয় যোগ্যতা কাঠামোর (BNQF) দক্ষতা সেক্টরের ১ থেকে ৬ স্তরের দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে সনদপ্রাপ্ত হয়ে প্রশিক্ষণার্থীগণ দেশে ও বিদেশে পরিচিতি ও স্বীকৃতি লাভ করবে। উপযুক্ত ও সক্ষম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধনের আওতায় অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত একটি পদ্ধতি অনুসরণে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ এর ধারা ১৬(১) কার্যকর করার অভিপ্রায়ে একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া থাকা প্রয়োজন বিধায় নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে এই গাইডলাইন জারি করা হলো:

২.০ নিবন্ধন গাইডলাইন এর উদ্দেশ্য:

১. দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম সমন্বয় সাধন, কাঙ্ক্ষিত মান নিশ্চিতকরণ, উৎকর্ষ সাধন ও সুসংহতকরণ;
২. প্রতিষ্ঠানসমূহকে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে সহায়তা প্রদান;
৩. শিল্প সংগঠন ও নিয়োগকারীর চাহিদা অনুযায়ী মানবসম্পদ তৈরির সুযোগ সৃষ্টি;
৪. কর্মক্ষম জনশক্তিকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর, কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণের সুযোগ সৃষ্টি; এবং
৫. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণে নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে দেশীয় ও বৈদেশিক পর্যায়ে একযোগে কাজ করার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধকরণ।

৩.০ সংজ্ঞা:

বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকলে এই গাইডলাইনে—

১. “আইন” অর্থ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৫ নং আইন);

২. “অ্যাসেসমেন্ট” অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত পদ্ধতিতে দক্ষতামান যাচাই প্রক্রিয়া;
৩. “অ্যাসেসর” অর্থ এমন একজন ব্যক্তি যিনি প্রশিক্ষণার্থীদের অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অ্যাসেসর হিসেবে সনদপ্রাপ্ত;
৪. “কর্তৃপক্ষ” অর্থ আইনের ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষ;
৫. “দক্ষতা” অর্থ কোনো একটি নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য অর্জিত জ্ঞান ও কৌশল। এছাড়া শিল্প ও বৃত্তির আদর্শমান অনুযায়ী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মোতাবেক পণ্য ও সেবা উৎপাদনের সক্ষমতা ও সামর্থ্যও এর অন্তর্ভুক্ত হবে;
৬. “ন্যাশনাল স্কিলস পোর্টাল (NSP)” অর্থ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত ন্যাশনাল স্কিলস পোর্টাল।
৭. “নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান” অর্থ আইনের ধারা ১৬(১) এর অধীন নিবন্ধিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান;
৮. “ডিজিটাল পেমেন্ট” অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত ডিজিটাল পদ্ধতিতে অর্থ প্রদান প্রক্রিয়া;
৯. “পরিদর্শন টিম” অর্থ নিবন্ধনের জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ও বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা সরেজমিন প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত টিম;
১০. “প্রশিক্ষণার্থী” অর্থ নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি;
১১. “সনদায়ন” অর্থ অ্যাসেসমেন্ট প্রক্রিয়া উত্তীর্ণ প্রার্থীকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত দক্ষতার স্বীকৃতি;
১২. “প্রশিক্ষণ” অর্থ নির্দেশনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন;
১৩. “প্রশিক্ষক” অর্থ একজন সনদায়িত পেশাদার ব্যক্তি যার একটি পেশায় বাস্তব অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এবং যিনি অর্জিত বাস্তব অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে একজন প্রশিক্ষণার্থী বা প্রশিক্ষণার্থী দলকে উক্ত পেশা সম্পাদনে সক্ষমতা তৈরিতে পারদর্শী;
১৪. “ফি” অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ উদ্দেশ্যে ধার্যকৃত ও আদায়যোগ্য অর্থ;
১৫. “বাছাই কমিটি” অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত কর্মচারী সমন্বয়ে নিবন্ধন আবেদন প্রাথমিকভাবে বাছাই করার উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি;
১৬. “বিএনকিউএফ (BNQF)” অর্থ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশ জাতীয় যোগ্যতা কাঠামো; এবং
১৭. “সিবিটিএন্ডএ (CBT & A)” অর্থ সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন।

৪.০ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান:**৪.১ প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও ধরন:****ক. স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান:**

দক্ষতা উন্নয়নের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান।

খ. সংযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান:

১. দেশের সাধারণ শিক্ষা বোর্ড/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান;
২. দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারী সরকারি, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত; এনজিও মালিকানাধীন, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান; এবং
৩. বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান (প্রতিবন্ধী, হিজড়া প্রভৃতি শ্রেণিদের জন্য)।

৪.২ প্রতিষ্ঠানের মালিকানার প্রকৃতি:**ক. সরকারি ব্যবস্থাপনা:**

সরকারি ব্যবস্থাপনার আওতায় পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।

খ. বেসরকারি ব্যবস্থাপনা:

ব্যক্তি মালিকানাধীন, যৌথ মালিকানাধীন, কোম্পানি আইনে নিবন্ধিত, এনজিও, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক পরিচালিত, ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত, উৎপাদনশীল ও সেবা প্রদানকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এবং অন্য কোনো উপায়ে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।

৪.৩ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অবস্থান:

- ক. গ্রাম: ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।
- খ. শহর: জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।
- গ. বিদেশ: বাংলাদেশের সীমানার বাইরে অন্য যে কোনো দেশে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।
- ঘ. সরকারি ভবন: সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত ভবনে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।
- ঙ. বেসরকারি ভবন: ব্যক্তিমালিকানাধীন ভবন, ভাড়াকৃত ভবন, এনজিও মালিকানাধীন ভবন, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, শিল্পের অভ্যন্তরে বা উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।

৫.০ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো সুবিধা:**৫.১ আয়তন:**

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণার্থীর অনুপাত অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম আয়তন হবে ১০০ বর্গমিটার বা ১০৭৬ বর্গফুট এবং উহার মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ থাকতে হবে:

- (ক) শ্রেণিকক্ষ (সাধারণ শিক্ষা);
- (খ) ওয়ার্কশপ;
- (গ) কম্পিউটার;
- (ঘ) লাইব্রেরি;
- (ঙ) প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা;
- (জ) অফিস কক্ষ; এবং
- (ছ) ছেলেমেয়ে ও প্রতিবন্ধীদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা।

৫.২ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা:

বৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ থাকতে হবে। বিদ্যুৎ সংযোগের সুবিধা না থাকলে বিকল্প হিসেবে সৌর বিদ্যুৎ অথবা বিকল্প উৎসের ব্যবস্থা থাকতে হবে যা বৈদ্যুতিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম।

৫.৩ যন্ত্রপাতি:

যে পেশার দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে ঐ পেশার দক্ষতা অর্জনের জন্য ন্যূনতম কারিগরি উপকরণ/যন্ত্রপাতি থাকতে হবে। নিবন্ধন প্রাপ্তির জন্য পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের কারিগরি উপকরণ/যন্ত্রপাতির তালিকা নিবন্ধন আবেদনের সাথে প্রদান করতে হবে।

৫.৪ অগ্নিনির্বাপন সুবিধা ও ফার্স্ট এইড বক্স:

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানে অগ্নিনির্বাপক সুবিধা ও ফার্স্ট এইড বক্স থাকা আবশ্যিক।

৫.৫ আসবাবপত্র:

শ্রেণিকক্ষ ও ল্যাবে প্রতিটি পেশার জন্য ন্যূনতম ২০ (বিশ) জন প্রশিক্ষণার্থীর বসার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক চেয়ার, টেবিল ও অন্যান্য আসবাবপত্র থাকতে হবে। এছাড়া ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, প্রশিক্ষক ও অন্যান্য স্টাফদের বসার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থাকতে হবে। আসবাবপত্রের একটি তালিকা নিবন্ধন আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

৫.৬ প্রশিক্ষণ উপকরণ:

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ উপকরণসহ (কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি) অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ থাকতে হবে। নিবন্ধন আবেদনের সাথে শিক্ষা উপকরণের তালিকা সংযুক্ত করতে হবে।

৫.৭ পাঠাগার:

প্রতি পেশায় প্রশিক্ষণের জন্য ন্যূনতম ২০টি ম্যানুয়াল/পাঠ্যপুস্তকসমৃদ্ধ পাঠাগার থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার স্ট্যান্ডার্ড (সিএস), কম্পিউটারি বেইজড ট্রেনিং এন্ড লার্নিং ম্যাটেরিয়ালসসহ (সিবিএলএম) প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাঠ্যপুস্তক থাকতে হবে।

৬.০ জনবল কাঠামো:

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম নিম্নরূপ জনবল কাঠামো থাকতে হবে।

৬.১ স্বতন্ত্র/ সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য:

| ক্র. ন. | পদের নাম | পদের সংখ্যা | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
|---------|--|-----------------------|--|--|
| ১. | অধ্যক্ষ/ পরিচালক | ১ জন | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং/স্নাতক/সমমান ডিগ্রি/ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। | সিবিটিএন্ডএ লেভেল-৪ সার্টিফাইড প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত। |
| ২. | ট্রেড ইন্সট্রাকটর | ২ জন প্রতি অকুপেশন | বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং/ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ও সংশ্লিষ্ট অকুপেশনে ০৫(পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। | সিবিটি এন্ড এ লেভেল-৪ সার্টিফাইড প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। |
| ৩. | অফিস এক্সিকিউটিভ | ১ জন | স্নাতক অথবা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। | |
| ৪. | ল্যাব/ওয়ার্কশপ/ কম্পিউটার অ্যাসিস্টেন্ট | ১ জন প্রতি অকুপেশন | বিএনকিউএফ (BNQF) লেভেল-২ অথবা সংশ্লিষ্ট ট্রেড/অকুপেশনে এসএসসি (ভোকেশনাল) পাস। | সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত। |
| ৫. | অফিস সহায়ক | ১জন | ন্যূনতম ৮ম শ্রেণি পাস। | মহিলা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে মহিলা অফিস সহায়ক থাকতে হবে। |

৬.২ প্রতিষ্ঠানের তহবিল:**৬.২.১ সাধারণ তহবিল:**

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের বিগত ০৬ (ছয়) মাসের ব্যাংক স্টেটমেন্টের গড় হিসেবে চলতি আমানতে ন্যূনতম ০১ (এক) লক্ষ টাকা জমা থাকতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে হালনাগাদ ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।

৬.২.২ সংরক্ষিত তহবিল:

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের নামে স্থায়ী আমানত হিসেবে ন্যূনতম ০১ (এক) লক্ষ টাকা জমা থাকতে হবে। আবেদনের সাথে প্রমাণক জমা দিতে হবে। সংরক্ষিত তহবিলের টাকা কোনো অবস্থাতেই কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া উত্তোলন করা যাবে না।

৬.২.৩ বিশেষক্ষেত্রে:

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের সাধারণ ও সংরক্ষিত তহবিলের আমানত হিসেবে জমা প্রদানযোগ্য অর্থের পরিমাণ শিথিলকরণের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৭.০ প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন আবেদন:**৭.১ প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনের জন্য আবেদন পদ্ধতি:**

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ন্যাশনাল স্কিলস পোর্টালের (www.skillsportal.gov.bd) মাধ্যমে আবেদন দাখিল করতে হবে।

৭.২ পরিদর্শন/যাচাই:

নির্বাহী চেয়ারম্যান এর অনুমোদনক্রমে এ গাইড লাইনের অনুচ্ছেদ ১৮.১ এ গঠিত পরিদর্শন টিম অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবে। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা/টিম সরেজমিন/ অনলাইনে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে বর্ণিত গাইডলাইন অনুসারে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মতামত, প্রতিষ্ঠান হতে সরবরাহকৃত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যথার্থতা নিরীক্ষা করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ এনএসপি'তে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

৮.০ নিবন্ধন/ কোর্সের স্বীকৃতি/ অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার স্বীকৃতি:

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা/ টিম কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নিবন্ধন ও সনদায়ন উইং কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী চেয়ারম্যান চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।

৮.১ আসন সংখ্যা:

সিবিটি এন্ড এ অনুসারে পোর্টালে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রতি ব্যাচে-

- প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা হবে সর্বোচ্চ ১২ জন ও সর্বনিম্ন ১০ জন।
- অ্যাসেসমেন্টের জন্য প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা হবে সর্বোচ্চ ১২ জন ও সর্বনিম্ন ১০ জন।

৮.২ নিবন্ধন ফি ও মেয়াদ:

০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য একবার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত নিবন্ধন ফি জমা দিতে হবে।

৮.৩ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স সংযোজনের আবেদন:

নিবন্ধনের পর নতুন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স সংযোজন করার জন্য নূতনভাবে কোর্সের স্বীকৃতি নিতে হবে। কোর্স স্বীকৃতি (Accreditation) গাইডলাইনে বর্ণিত শর্তাবলি অনুযায়ী অবকাঠামো সুবিধা বিদ্যমান থাকলে নূতনভাবে দক্ষতা উন্নয়ন কোর্সের স্বীকৃতি প্রদান করা হবে।

৮.৪ নিবন্ধন নবায়ন:

নিবন্ধনের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৩ (তিন) মাস পূর্বে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে নিবন্ধন নবায়নের জন্য পুনরায় ন্যাশনাল স্কিলস পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন দাখিল করতে হবে।

৮.৫ স্থান পরিবর্তন:

প্রতিষ্ঠানের স্থান পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলে, কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে। নিবন্ধন আবেদনের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পরিবর্তিত নতুন ঠিকানার তথ্যাদি প্রদান করতে হবে। উক্ত তথ্যাদি পরিদর্শনের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের স্থান পরিবর্তনের অনুমতি প্রদান করবে।

৮.৬ নিবন্ধন বাতিল:

- ক. প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এই গাইডলাইনের কোনো বিধান লঙ্ঘন করলে বা নিবন্ধন সনদের কোনো শর্ত ভঙ্গ করলে;
- খ. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা ও জারীকৃত বিধান বা নীতি লঙ্ঘন করলে;
- গ. কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধিত ঠিকানা পরিবর্তন করলে;
- ঘ. নিবন্ধন গ্রহণের পর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা না করলে; এবং
- ঙ. প্রতি বছরে ন্যূনতম ১০০ (একশত) প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ ও সনদ প্রদান করতে সক্ষম না হলে।

নির্বাহী চেয়ারম্যান শর্ত লঙ্ঘনকারী প্রতিষ্ঠানকে ব্যাখ্যা তলব করবেন ও শুনানির সুযোগ দিবেন। এই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে বিষয়টি তদন্ত/নিরীক্ষাপূর্বক নির্বাহী চেয়ারম্যান নিবন্ধন বাতিল করার আদেশ প্রদান করবেন।

৯.০ প্রতিষ্ঠানের নাম/মালিকানা পরিবর্তন:**ক. নাম পরিবর্তন:**

প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করতে চাইলে নিবন্ধন আবেদনের ন্যায় একই পদ্ধতিতে আবেদন দাখিল করতে হবে। প্রয়োজনীয় দাখিলকৃত তথ্য যাচাই-বাছাই করে নাম পরিবর্তনের বিষয়ে নির্বাহী চেয়ারম্যান প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।

খ. মালিকানা পরিবর্তন:

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মালিকানা পরিবর্তন করতে চাইলে উপযুক্ত কারণসহ প্রতিষ্ঠান প্রধানকে মালিকানা পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যসহ নির্বাহী চেয়ারম্যান বরাবরে আবেদন করতে হবে। আবেদন প্রাপ্তির পর নির্বাহী চেয়ারম্যান এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

১০.০ দক্ষতামান/কারিকুলাম:

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত দক্ষতামান/কারিকুলাম অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। সময়ে সময়ে দক্ষতামান/কারিকুলাম পরিবর্তন হলে পরিবর্তিত দক্ষতামান/কারিকুলাম পরিপত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হবে।

১১.০ অ্যাসেসমেন্ট ও সনদায়ন:

নিবন্ধিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদানের পর প্রশিক্ষণার্থীগণ নির্ধারিত মান অনুযায়ী দক্ষতা অর্জনের বিষয়টি অ্যাসেসমেন্ট এর মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রশিক্ষণার্থীদের সনদায়ন করা হবে। সনদায়নের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

১২.০ দক্ষতামান/কারিকুলাম:

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মান অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষকগণকেও সময়ে সময়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা সকল নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানকে অনুসরণ করতে হবে।

১৩.০ সরকার কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা:

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানে নিয়োজিত সকল নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানকে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

১৪.০ ব্যাখ্যা প্রদান:

এ গাইডলাইনের কোনো বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদানের এখতিয়ার জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিকট সংরক্ষিত থাকবে।

১৫.০ সংরক্ষণ:

বর্ণিত গাইডলাইনের যে কোনো ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংযোজন অথবা শর্ত শিথিল বা আরোপ করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের নিকট সংরক্ষিত থাকবে।

১৬.০ আপিল:

নিবন্ধন সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্তে সংশ্লিষ্ট কোনো আবেদনকারী বা উদ্যোক্তা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর নিকট আপিল করতে পারবেন এবং কর্তৃপক্ষ আপিল নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৭.০ অঙ্গীকারনামা প্রদান:

প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ৩০০ (তিনশত) টাকার ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নিবন্ধন গাইডলাইনে উল্লিখিত শর্তাবলি পূরণ হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষ/সরকার কর্তৃক জারিকৃত বিধানাবলি পালন করা হবে মর্মে নিম্নরূপ অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে।

অঙ্গীকারনামা

এই মর্মে অঙ্গীকার করা যাচ্ছে যে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পরিচালনার লক্ষ্যে নিবন্ধন আবেদনপত্রে ও সংযোজনীতে প্রদত্ত তথ্যাবলি সত্য। নিবন্ধন গাইডলাইনে বর্ণিত শর্তাবলি পূরণ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত যে কোনো নির্দেশনা, আদেশ ও বিধানাবলি প্রতিপালন করা হবে। আবেদনে বর্ণিত তথ্যাবলি অসত্য প্রমাণিত হলে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আমার/আমাদের কোনো প্রকার আপত্তি থাকবে না।

১৮.০ বিভিন্ন কমিটিসমূহ:**১৮.১ পরিদর্শন টিম:**

| | | |
|----|---|------|
| ০১ | এনএসডিএ'র কর্মকর্তা | ১ জন |
| ০২ | সংশ্লিষ্ট আইএসসি এর প্রতিনিধি /এনএসডিএ'র নিবন্ধিত অ্যাসেসর/কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। | ১ জন |
| ০৩ | উল্লেখ্য যে এনএসডিএ বিশেষ প্রয়োজনে জেলা প্রশাসনে কর্মরত কোনো কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করতে পারবে। | |

১৮.২ নিবন্ধন সুপারিশ কমিটি:

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| ০১ | সদস্য (নিবন্ধন ও সনদায়ন) | আহ্বায়ক |
| ০২ | পরিচালক (অ্যাসেসমেন্ট) | সদস্য |
| ০৩ | পরিচালক (নিবন্ধন) | সদস্য সচিব |
| অসামঞ্জস্যপূর্ণ আবেদন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করবে। | | |

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।

মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,

তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd